[2021] 6 এস. সি. আর. 522

ব্রিজেশ সিং

বনাম

উত্তর প্রদেশ রাজ্য এবং অন্যান্যরা

(2021 সালের ফৌজদারি আপিল নং 646)

20শে জুলাই, 2021

[ড. ধনঞ্জয় ওয়াই চন্দ্রচূড় এবং এম. আর. শাহ, বিচারপতিদ্বয়]

ফৌজদারি কার্যবিধি অধিনিয়ম, 1973: ধারা 378 – খালাসের বিরুদ্ধে আপিল – বিচারিক আদালত কর্তৃক খালাসের আদেশের বিরুদ্ধে আপিলের অনুমতি মঞ্জুর – হাইকোর্ট কর্তৃক বিবেচনাযোগ্য নীতিমালা – তথ্যের ভিত্তিতে, দণ্ডবিধি ও যৌতুক নিষিদ্ধকরণ আইনের অধীনে অপরাধ সংঘটনের জন্য দ্বিতীয় থেকে ষষ্ঠ বিবাদীকে খালাস দিয়েছে বিচারিক আদালত – তথ্যদাতা কর্তৃক আপিলের অনুমতির আবেদন – হাইকোর্ট কর্তৃক প্রত্যাখ্যাত – আপিলের ভিত্তিতে, স্থগিত: হাইকোর্টের রায় ধারা 378 এর বিধানের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ, পালনীয় প্রয়োজনীয়তা পূরণ করেনি – হাইকোর্ট তার কারণগুলি উল্লেখ করেছে, অন্তত সংক্ষেপে, প্রমাণের প্রকৃতি এবং আগত ফলাফলের প্রতি মন প্রয়োগ নির্দেশ করে – কেবলমাত্র পর্যবেক্ষণ যে বিচারকের আদেশ প্রমাণের প্রতি মন প্রয়োগ ছাড়াই সম্ভাব্য দৃষ্টিভঙ্গি গ্রহণ করেছেন উক্ত আবেদনটি নির্ধারণ করার সময় হাইকোর্টের উপর অর্পিত দায়িত্বের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ নয় রাষ্ট্র বিচারিক আদালত কর্তৃক খালাসের রায়ের বিরুদ্ধে আপিলের অনুমতির জন্য একটি আবেদন দায়ের করেছিল এবং এটি খারিজ করা হয়েছিল উচ্চ আদালত কর্তৃক আপত্তিকর রায়ের পর - এর পরিপ্রেক্ষিতে, হাইকোর্ট কর্তৃক প্রদত্ত 'আপত্তিকর রায়' বাতিল করা হলো – বিষয়টি নতুন করে নির্ধারণের জন্য হাইকোর্টে প্রেরণ করা হলো – ভারতীয় দণ্ডবিধি, 1860 - ধারা 302, ধারা 149, ধারা 304 বি এবং 498 এ - যৌতুক নিষিদ্ধকরণ আইন - ধারা 3 এবং 4 ।

মধ্যপ্রদেশ রাজ্য বনাম গিরিরাজ দুবে (2013) 15 এস. সি. সি 257: [2013] 1 এস. সি. আর 1097; মহারাষ্ট্র রাজ্য বনাম ভিথাল রাও প্রীতিরাও চাওয়ান (1981) 4 এস. সি. সি 129; উড়িষ্যা রাজ্য বনাম ধনীরাম লুহার (2004) 5 এস. সি. সি 568: [2004] জি 2 এস. সি. আর 68; রাজস্থান রাজ্য বনাম সোহান লাল (2004) 5 এস. সি. সি 573: [2004] 1 SUPP. এস. সি. আর 480; ইউ. পি রাজ্য বনাম অজয় কুমার (2008) 3 এস. সি. সি 351: [2008] 2 এস. সি. আর 552; মহারাষ্ট্র রাজ্য বনাম সুজয় মঙ্গেশ পোয়ারেকর (2008) 9 এসসিসি 475: [2008] 13 এস. সি. আর 750; চমন লাল বনাম হিমাচল প্রদেশ রাজ্য (2020) এস. সি. সি অনলাইন এস. সি 988 - উল্লেখ করা হয়েছে।

মামলা আইনের রেফারেন্স

[2013] 1 এস. সি. আর 1097	**উল্লেখ করা হয়েছে**	**অনুচ্ছেদ 4**
(1981) 4 এস. সি. সি 129	**উল্লেখ করা হয়েছে**	**অনুচ্ছেদ 6**
[2004] 2 এস. সি. আর 68	**উল্লেখ করা হয়েছে**	**অনুচ্ছেদ 6**
[2004] 1 SUPP. এস. সি. আর. 480	**উল্লেখ করা হয়েছে**	**অনুচ্ছেদ 6**
[2008] 2 এস. সি. আর. 552	**উল্লেখ করা হয়েছে**	**অনুচ্ছেদ 6**
[2008] 13 এস. সি. আর. 750	**উল্লেখ করা হয়েছে**	**অনুচ্ছেদ 6**

ফৌজদারি আপিল বিচার বিভাগঃ 2021 সালের ফৌজদারি আপিল নং 646।
এলাহাবাদ হাইকোর্টের বিচার বিভাগের 24.09.2014 তারিখের রায় ও আদেশ থেকে সিআরএল- বিবিধ আবেদন ফৌজদারি কার্যবিধি অধিনিয়ম ,ধারা 372 (আপিল করার অনুমতি) 2014 সালের নং 351।
শ্রীমতি সোনিয়া মাথুর, বরিষ্ঠ আইনজীবী , উদয় প্রকাশ, পুনিত পাঠক, বিপুল শুক্লা, সুজিত কুমার, রামজী পান্ডে, আইনজীবীরা আবেদনকারীর জন্য।
রাজন চৌরাসিয়া, সর্বেশ সিং বাঘেল, সুরেন্দ্র নাথ পান্ডে, জেড. ইউ. খান, এম. জেড. চৌধুরী, সুলেমান মহম্মদ খান, সৈয়দ ইমতিয়াজ আলী, আলী সফীর ফারুকি, আফতাব আলী খান, আইনজীবীরা উত্তরদাতাদের জন্য।
আদালত কর্তৃক নিম্নলিখিত আদেশটি পাস করা হয়েছিলঃ

<u>আদেশ</u>

1. অনুমতি মঞ্জুর করা হয়েছে।

2. 14 আগস্ট 2014 তারিখের একটি রায় দ্বারা, অতিরিক্ত দায়রা গাজিয়াবাদের বিচারক 2012 সালের 2125 নং দায়রা বিচারে দ্বিতীয় থেকে ষষ্ঠ আসামীদের খালাস দেন, যেখানে তাদের বিরুদ্ধে ভারতীয় দণ্ডবিধির ধারা 149, ধারা 304বি এবং ধারা 498এ এবং যৌতুক নিষিদ্ধকরণ আইনের ধারা 3 ও 4-এর অধীনে শাস্তিযোগ্য অপরাধের জন্য বিচার করা হয়েছিল। ফৌজদারি বিবিধ আবেদন (আপিলের অনুমতি নং 351/2014) হিসাবে আপিলের অনুমতি চেয়ে আবেদনকারী, মূল তথ্যদাতা, বিচার বিচারকের রায়কে হাইকোর্টের সামনে আক্রমণ করার চেষ্টা করেছিলেন। এলাহাবাদের হাইকোর্টের ডিভিশন বেঞ্চ / খণ্ড ন্যায়পিঠ এই রায় খারিজ করে দেয়। নিম্নলিখিত কারণগুলির ভিত্তিতে আবেদনঃ

"রায় এবং রেকর্ডের যত্ন সহকারে পর্যালোচনায়, এটি বলা যায় না যে বিচার বিচারকের গৃহীত দৃষ্টিভঙ্গি বিকৃত বা

অযৌক্তিক। কেবল কারণ অন্য দৃষ্টিভঙ্গি নেওয়া হতে পারে সাক্ষ্যপ্রমাণ থেকে খালাসের আদেশে হস্তক্ষেপ করার কোনও ভিত্তি পাওয়া যায় না, যদি না বিচারপতির নেওয়া দৃষ্টিভঙ্গি সম্ভাব্য দৃষ্টিভঙ্গি না হয়। রেকর্ডে উপলব্ধ প্রমাণের ভিত্তিতে, এটি বলা যায় না যে বিচারিক আদালতের বিচারকের গৃহীত দৃষ্টিভঙ্গি যুক্তিসঙ্গতভাবে সম্ভাব্য দৃষ্টিভঙ্গি ছিল না।

বিষয়টির এই দৃষ্টিতে, আপিলের অনুমতি আবেদনের কোনও যোগ্যতা নেই যা প্রত্যাখ্যান করা হয় এবং ফলস্বরূপ আপিলও খারিজ করা হয়।

3. বিলম্ব ক্ষমা করার পর 2016 সালের 17ই অক্টোবর বিশেষ অনুমতি পিটিশনে বিজ্ঞপ্তি জারি করা হয়। নোটিশ অনুসারে, শ্রী জেড ইউ খান দ্বিতীয় থেকে ষষ্ঠ উত্তরদাতাদের পক্ষে উপস্থিত হয়েছেন।

4. শ্রীমতি সোনিয়া মাথুর, দলের পক্ষে উপস্থিত প্রবীণ আইনজীবী আপিলকারী বলেন যে, খালাসের আদেশের বিরুদ্ধে আপিল করার অনুমতি দেওয়ার আবেদন বিবেচনা করার সময়, হাইকোর্টকে প্রমাণ ও ফলাফলগুলি পরীক্ষা করতে হবে এবং আপিল করার অনুমতি দেওয়া উচিত কিনা তা নির্ধারণ করতে হবে। এই প্রসঙ্গে, বিদ্বান কৌঁসুলি 1973 সালের ফৌজদারি কার্যবিধি অধিনিয়মের 378 ধারার বিধান এবং মধ্যপ্রদেশ বনাম গিরিরাজ দুবে মামলায় এই আদালতের সিদ্ধান্তের উপর নির্ভর করেছিলেন।

5. অন্যদিকে, শ্রী জেড ইউ খান, এর জন্য শিক্ষিত পরামর্শদাতা দ্বিতীয় থেকে ষষ্ঠ উত্তরদাতারা জমা দিয়েছেন যে সত্যের সমবর্তী ফলাফল রয়েছে যা অভিযুক্তদের খালাস করেছে এবং তিনি বিচার আদালত কর্তৃক রেকর্ড করা ফলাফলের দিকে আদালতের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে চেয়েছিলেন।

6. প্রতিদ্বন্দ্বী উপস্থাপনাগুলি মূল্যায়ন করার পরে, আমরা এই মত পোষণ করি যে হাইকোর্টের বিতর্কিত রায় 1973 সালের ফৌজদারি কার্যবিধি অধিনিয়মের 378 ধারার বিধানগুলির সাথে সামঞ্জস্য রেখে যে প্রয়োজনীয়তাগুলি পালন করতে হবে তা পূরণ করে না, যেখানে হাইকোর্ট খালাসের আদেশের বিরুদ্ধে আপিল করার অনুমতি দেওয়ার আবেদন শুনে। মধ্যপ্রদেশ রাজ্য বনাম গিরিরাজ দুবে (উপরে) মামলায়, এই আদালতের দুই বিচারপতির বেঞ্চ এই বিষয়ে এই আদালতের নজিরগুলিকে ব্যাপকভাবে উপস্থাপন করেছে। উপরোক্ত সিদ্ধান্তে যে পূর্ববর্তী সিদ্ধান্তগুলি অনুসরণ করা হয়েছে সেগুলি হলঃ (i) মহারাষ্ট্র রাজ্য বনাম বিট্ঠল রাও প্রীতিরাও চাওয়ান;

---

1 (2013) 15 এস. সি. সি 257

2 (1981) 4 এস. সি. সি 129

(ii) উড়িষ্যা রাজ্য বনাম ধনীরাম লুহার 3, (iii) রাজস্থান রাজ্য বনাম সোহন লাল; (iv) উত্তর প্রদেশ রাজ্য বনাম অজয় কুমার 3; এবং (v) মহারাষ্ট্র রাজ্য বনাম সুজয় মঙ্গেশ পোয়ারেকর- যে নীতিটি তুলে ধরা হয়েছে তা হল, হাইকোর্টকে অবশ্যই তার কারণগুলি উল্লেখ করতে হবে, অন্তত সংক্ষেপে, প্রমাণের প্রকৃতি এবং যে ফলাফলগুলিতে পৌঁছানো হয়েছে তার প্রতি মনের প্রয়োগ নির্দেশ করতে হবে। অন্য কথায়, কেবল পর্যবেক্ষণ করা যে বিচারিক আদালতের বিচারকের আদেশ প্রমাণের উপর কোনও মন প্রয়োগ না করে একটি সম্ভাব্য দৃষ্টিভঙ্গি নিয়েছে এবং খালাস আদেশের বিরুদ্ধে আপিল করার অনুমতি দেওয়া উচিত কিনা তা নির্ধারণ করার সময় হাইকোর্টের উপর যে দায়িত্ব দেওয়া হয় তার সাথে ফলাফলগুলি সামঞ্জস্যপূর্ণ নয়।

7. উড়িষ্যা রাজ্য বনাম ধনীরাম লুহার (উপরে)-এ, নীতিগুলি যা অবশ্যই বর্তমানের মতো একটি মামলা পরিচালনা করবে, যেখানে উচ্চ আদালতকে বিচার আদালত কর্তৃক খালাসের আদেশের বিরুদ্ধে আপিল করার অনুমতি দেওয়ার জন্য অনুরোধ করা হয়েছে। আদালত মন্তব্য করেছেঃ

"6. বিচারিক আদালতকে সম্পূর্ণ প্রমাণ সাবধানতার সাথে মূল্যায়ন করতে হয়েছিল এবং তারপর একটি সিদ্ধান্তে পৌঁছাতে হয়েছিল। যদি বিচারিক আদালত এই বিষয়ে ব্যর্থ হয়, তাহলে হাইকোর্ট আপিল গ্রহণ করে এই ধরনের একটি পদক্ষেপ নিতে বাধ্য ছিল। এই মামলার তথ্যের উপর বিচারিক আদালত আইন অনুসারে তার দায়িত্ব পালন করেনি। হাইকোর্টের উচিত ছিল এই ধরনের পরিস্থিতিতে অনুমতি মঞ্জুর করা এবং তারপরে আপিলের প্রথম আদালত হিসেবে, রেকর্ডে থাকা সম্পূর্ণ প্রমাণ স্বাধীনভাবে পুনর্মূল্যায়ন করা এবং অভিযুক্তের অপরাধ বা অন্যথা সম্পর্কে বস্তুনিষ্ঠভাবে তার সিদ্ধান্ত ফিরিয়ে দেওয়া। এটি তা করতে ব্যর্থ হয়েছে। জড়িত প্রশ্নগুলি তুচ্ছ ছিল না। সরকারি সাক্ষীদের সাক্ষ্য এবং প্রদর্শিত নথিপত্রের পটভূমিতে অভিযুক্তের স্বীকারোক্তির প্রভাব আপিলের রায়ের প্রয়োজন ছিল। হাইকোর্ট খালাসের বিরুদ্ধে আপিল করার অনুমতি না দেওয়ার কোনও কারণ উল্লেখ করেনি, এবং মনে হচ্ছে যে এই সত্যটি সম্পূর্ণরূপে অজ্ঞ ছিল যে এই ধরনের অস্বীকৃতির ফলে, আপিল ফোরাম কর্তৃক খালাসের আদেশের নিবিড় পরীক্ষা-নিরীক্ষা চিরতরে হারিয়ে গেছে। হাইকোর্ট খালাসের বিরুদ্ধে আপিল যেভাবে পরিচালনা করেছে তা অনেক কিছু কাঙ্ক্ষিত করে তোলে। কারণগুলি আদেশে স্পষ্টতা প্রদান করে। ন্যায়বিচারের স্পষ্ট বিবেচনায়, হাইকোর্টের উচিত ছিল

---

3 (2004) 5 এস. সি. সি 568

4 (2004) 5 এস. সি. সি 573

5 (2008) 3 এস. সি. সি 351

6 (2008) 9 এসসিসি 475

কারণগুলি তুলে ধরা হোক, তার আদেশে যতই সংক্ষিপ্ত হোক না কেন, তার 'যুক্তির প্রয়োগ' নির্দেশ করে; বিশেষ করে যখন এর আদেশ 'চ্যালেঞ্জের আরও পথের জন্য উপযুক্ত। কারণের অভাবে হাইকোর্টের আদেশ সমর্থনযোগ্য হয়নি। একই মতামত প্রকাশ করা হয়েছিল ইউ.পি. রাজ্য বনাম বাস্তান [(2001) 10 SCC 607: 2003 SCC (Cri) 639]। প্রায় দুই দশক আগে মহারাষ্ট্র রাজ্য বনাম বিঠল রাও প্রীতিরাও চাওয়ান [(1981) 4 SCC 129: 1981 SCC (Cri) 807: এআইআর 1982 SC 1215] অনুমতি মঞ্জুরের আবেদনের প্রক্রিয়ায় একটি বক্তৃতা আদেশের আকাঙ্ক্ষা তুলে ধরা হয়েছিল। এই ধরনের ক্ষেত্রে কারণগুলি নির্দেশ করার প্রয়োজনীয়তাকে বিচারিকভাবে অপরিহার্য হিসেবে স্বীকৃত করা হয়েছে। জওহর লাল সিং বনাম নরেশ সিং [(1987) 2 SCC 222: 1987 SCC (Cri) 347] মামলায় এই দৃষ্টিভঙ্গি পুনর্ব্যক্ত করা হয়েছে। এই আদালত কর্তৃক আইনের ঘোষণা মেনে চলার বিচারিক শৃঙ্খলা, কোনও অজুহাতে কোনও কর্তৃপক্ষ বা আদালত, এমনকি রাজ্যের সর্বোচ্চ আদালতও, সংবিধানের 141 অনুচ্ছেদ অবহেলা করে ত্যাগ করতে পারে না।

8. এই নীতিগুলি সম্প্রতি চমন লাল বনাম হিমাচল প্রদেশ রাজ্য মামলায় এই আদালতের রায়ে অনুসরণ করা হয়েছে [2017 সালের ফৌজদারি আপিল নং 1229, 3 ডিসেম্বর 2020 তারিখে সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে]।

9. আদালতকে এই বিষয়টি সম্পর্কে অবহিত করা হয়েছে যে উত্তরপ্রদেশ রাজ্যও বিচারিক আদালত কর্তৃক খালাসের রায়ের বিরুদ্ধে আপিল করার অনুমতি চেয়ে আবেদন করেছিল এবং 2015 সালের 7ই জুলাই হাইকোর্ট দ্বারা আপিল করার অনুমতি প্রত্যাখ্যান করা হয়েছিল। যাইহোক, এটি সাধারণ কারণ যে রাজ্যকে আপিল করার অনুমতি দিতে অস্বীকার করে, হাইকোর্ট সেই আদেশ অনুসরণ করে যা বর্তমান আবেদনে বিতর্কিত, যেখানে 2014 সালের 24শে সেপ্টেম্বর হাইকোর্টের রায়ে তথ্যদাতার আপিল করার অনুমতি প্রত্যাখ্যান করা হয়েছিল।

10. উপরের কারণগুলির জন্য, আমরা মনে করি যে উচ্চ আদালতে রিমান্ডের আদেশ জারি করা হবে। তদনুসারে আমরা আপিলের অনুমতি দিই এবং 2014 সালের 24শে সেপ্টেম্বর হাইকোর্টের বিতর্কিত রায় ও আদেশ বাতিল করে ফৌজদারি বিবিধ অপরাধের দায়মুক্ত করি। হাইকোর্টের কাছে আবেদন (আপিলের অনুমতি নং 351/2014)।

11. মুলতুবি থাকা আবেদনপত্র, যদি থাকে, নিষ্পত্তি করা হবে।

নিধি জৈন

আপিল অনুমোদিত।

---

7 (2020) এস. সি. সি অনলাইন এস. সি 988

DISCLAIMER

The translated Judgment in vernacular language is meant for the restricted use of the litigant to understand it in his/her language and may not be used for any other purpose. For all practical and official purposes, the English version of the Judgment shall be authentic and shall hold the field for the purpose of execution and implementation.

দাবিত্যাগ

স্থানীয় ভাষায় অনূদিত রায়টি সীমিত ব্যবহারের জন্য ও মামলাকারীর সেটি মাতৃ ভাষায় বোঝার জন্য এবং তা অন্য কোনো উদ্দেশ্যে ব্যবহার করা যাবে না। সমস্ত ব্যবহারিক এবং সরকারী উদ্দেশ্যে, রায়ের ইংরেজি সংস্করণটি প্রামাণিক হবে এবং কার্যকরী ও প্রয়োগের উদ্দেশ্যে সেটি প্রযোজ্য হবে।